মোশাররফ হোসেন খান

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা

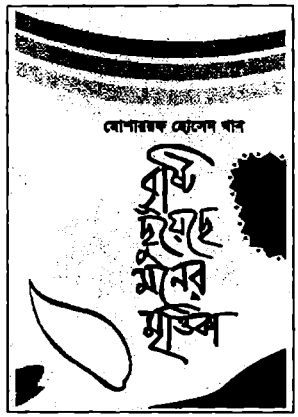

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা

মোশাররফ হোসেন খান

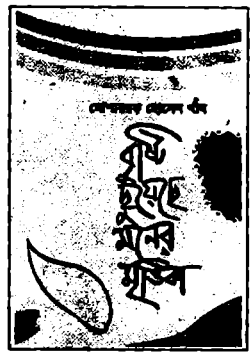

সমুদ্র প্রকাশনী ঢাকা

www.pathagar.com

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা
মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশনায়
সমুদ্র প্রকাশনী
১৩/সি দক্ষিণ খিলগাঁও
ঢাকা ১২১৯
প্রথম প্রকাশ
বইমেলা
ফেব্রুয়ারি ২০০২
গ্রন্থস্বত্ব
বেবী মোশাররফ
প্রচ্ছদ
শাইখ শাহবাজ
দাম
পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

তোমার উত্থানে হোক
অন্ধকার শেষ
প্রবল প্রশ্বাসে তুমি
জাগাও স্বদেশ

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত
অন্যান্য গ্রন্থ

কবিতা

হৃদয় দিয়ে আগুন
নেচে ওঠা সমুদ্র
আরাধ্য অরণ্যে
বিরল বাতাসের টানে
পাথরে পারদ জ্বলে
ক্রীতদাসের চোখ
নতুনের কবিতা

গল্প

প্রচ্ছন্ন মানবী
সময় ও সাম্পান
ডুবসাঁতার

অন্যান্য

বিপ্লবের ঘোড়া
হাজী শরীয়তুল্লাহ
সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর
সাহসী মানুষের গল্প ১, ২
রহস্যের চাদর
অবাক সেনাপতি
বাংলাভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম
অবদান (সম্পাদিত)

www.pathagar.com

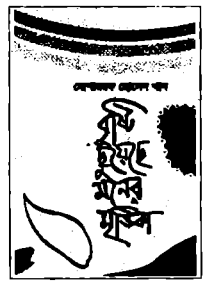

কবিতাসূচি

বৃষ্টির প্রার্থনা ৯
বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা ১০
বৃষ্টিভেজা পংক্তিমালা ১১
বৃষ্টির সাথে কথোপকথন ১৬
শ্রাবণ এখন ১৮
উত্তর-বর্ষায় ২০
কোথায় থেমেছে নদী ২১
ঘূর্ণি ২২
নদীর মরণ ২৩
প্লাবন ২৪
শৈশবের পথে ২৫
ধলপহরে ২৬
জীবনের পোড়ামাটি ২৭
বিরান প্রহর শেষে ২৮
এইতো ভিড়েছি কূলে ২৯
একাকী মানব ৩০
হতাশার রাত শেষ ৩১
নিয়তির দণ্ড ৩২
গ্রহের প্রাসাদ ৩৩
কালযাত্রী ৩৪
৩৫ প্রবল প্রশ্বাসে
৩৬ ক্লান্তিরেখার পাদদেশে
৩৭ ঘরহীন ঘরে
৩৮ ঘৃণার উপত্যকা
৩৯ হেমন্তে জাগাও তুমি
৪০ নিগৃহীতার বাহুডোরে
৪২ মুহাম্মদ আসাদ
৪৩ বীজতন্ত্র
৪৪ দশ দিগন্তের অন্তরেখা
৪৬ আঁধার সঙ্গীত
৪৭ কাঁদো মন-ক্রন্দসী
৪৮ বরফের পিঠে
৪৯ খোয়াব
৫১ রক্তভেজা হাতের বদল
৫২ লজ্জার আলো
৫৩ প্রণয়ের হাঁস
৫৪ এপিটাফ
৫৫ শীতের দরজা
৫৬ ডামি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বৃষ্টির প্রার্থনা

ঐখানে নামুক বৃষ্টি আফগান উদ্বাস্তু শিবিরে
তোরাবোরা পর্বতগুহায় আর ধু ধু কান্দাহার
নামুক সুস্থির বৃষ্টি কারগিল বিরান প্রান্তর
নামুক অঝোর ধারে, একটানা শঙ্কিত অন্তরে।

নামো বৃষ্টি কোটি ফুয়ারায়, নেমে এসো ফিলিস্তিন
দজলা পেরিয়ে এসো হেবরন, ফোরাতের তীর
এসো তুমুল তান্ডবে চেচনিয়া, রক্তিম কাশ্মীর
আল কুদ্‌সের ভেজাও জমিন, পবিত্র আস্তিন।

বসনিয়া এসো বৃষ্টি, এসো কোহকাফ পার হয়ে
কসোভা মাটির বুকে পশলা প্রশান্তি দাও বয়ে।
তার থেকে আর কিছু ঢেলে দাও আমার এদেশে
সবুজ বাঙলা দেখ শুষ্ক হলুদ পাতার বেশে—
কীভাবে মুষড়ে পড়েছে এক প্রচন্ড পিপাসায়,
মৌসুম কাঁপিয়ে এসো বৃষ্টি খরা-দগ্ধ সীমানায়॥

www.pathagar.com

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা

গভীর রাতের বৃষ্টি; বৃষ্টির ছোঁয়ায়—
প্রকৃতি উঠেছে জেগে, জেগেছে সবুজ,
নদীও মুখর যেন— চলেছে নায়র!
বৃষ্টিতে হয়েছে মন— উতলা, অবুঝ।

পেছনে রয়েছে পড়ে ক্লেদের শহর।
বিষাদের স্মৃতিগুলো ধূসর-অতীত,
কী হবে যাতনা পুষে! তার চেয়ে ভালো—
বরষায় ভেসে যাক শোকের নহর।

রিমঝিম জাগে বন, স্বপ্নের বীথিকা,
বৃষ্টিতো ছুঁয়েছে মন—মনের মৃত্তিকা ॥

www.pathagar.com

বৃষ্টিভেজা পংক্তিমালা

০১. বানভাসী

এখান থেকেই বেঁকে গেছে সুড়ঙ্গ পথটি
ঠিক কোন দিকে, বোধের অগম্য
দৃষ্টির সীমায় কেবল কয়েকগুচ্ছ অন্ধকার
আর শ্রবণইন্দ্রিয়ে ট্রেনের হুইসেলের মত
কিছু অদ্ভুত গোঙানি।

মাছের পেটের ভিতর যে রকম পিচ্ছিল অন্ধকার
সে রকম আর এক অন্ধকারে ঢেকে গেছে
বানভাসী পৃথিবীর মুখ
যাক, তবু মানুষের চেয়ে অবিমৃশ্য আঁধারের
আপাতত অন্য কোনো অর্থ নেই।

০২. শ্রাবণের এই ধারা

শ্রাবণের এই ধারা জীবনের চেয়েও দুর্বিষহ!
উন্মাতাল ঝিলটি এখন লাফিয়ে উঠছে দোতলায়।
পানি আর পানি! তবু পানি নেই পিপাসার।
জীবন- জীবন! তবুও জীবন নেই তোমার-আমার।

০৩. বৃষ্টিস্নাত

রাত দশটায় বেইলী রোডও আজ বৃষ্টিস্নাত।
টাঙ্গাইল শাড়ির আড়ালে তুমিও কি ভিজেছো আমার মত?
ছাতাটা হারিয়ে ফেলেছি অন্য কোথাও
তোমার ঐ ফিনফিনে আঁচলে কি রক্ষা পাবে শীর্ণ দেহ!
বন্যার তাণ্ডবে ভেসে গেছে সকল সড়ক
তবুও হাঁটতে থাকি—
যদি পার চলে এসো তের বাই সি'র বাসাটিতে
বর্ষণমুখর শ্রাবণে চলবে রাতভর সেখানে শব্দের মহোৎসব।

০৪. তুমিও জানতে

তুমিও জানতে এমনটি হবে।
শ্রাবণ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের, বহুদূরে।
আর উপহাস করবে বনানী, ধানমণ্ডি, পাঁচতারা শেরাটন।
তুমি কি উদ্বিগ্ন?
এই দেখ, আমার সকল লজ্জা পলিথিনে মুড়ে
ছুঁড়ে দিয়েছি বানের জলে, তাদের দিকে।
আমার মুঠোয় এখন উদ্বেগহীন ঘৃণার পাথর।
তোমার?

www.pathagar.com

০৫. সারারাত

সারারাত একটানা বৃষ্টি।
তোমার চোখের মত ভারাক্রান্ত মেঘ।
শীঘ্র কান্না থামারও কোনো আলামত নেই।
চিন্তাক্লিষ্ট কপালের মত কুচি কুচি ঢেউয়ের দোলা।
বানভাসী লাশগুলো হয়ে গেছে একেকটি তারা।
শ্রাবণের শোভা নিয়ে এখন কে আর ভাবে!

০৬. মৃত্যুর সোপান

শ্রাবণ শ্রাবণ! শ্রাবণের এই বান।
বানভাসী এলোকেশী—বাঁচে না তো প্রাণ!
আমার প্রশ্বাস হলে বায়ুর তুফান,
তুমিও কি হতে বলো মৃত্যুর সোপান?

০৭. মানচিত্রের দিকে

তুমি শুয়ে আছো, আধশোয়া
চোখদুটো বুজে আছে ঝিনুকের মত
মাথাটা পড়েছে ঝুঁকে বালিশের নিচে
এভাবেই কি বৃষ্টিতে ধুয়ে নিচ্ছ তোমার সকল গ্লানি?
আমি অনিমেষ চেয়ে আছি
তোমার বিধ্বস্ত মানচিত্রের দিকে।

০৮. গৃহবন্দি

যে যার মত সবাই লিখে গেছে দাসখত
যারা দাসানুদাস—তারাই আছে বেশ সুখে
পোড়ামুখি এই দেশে।
শান্ত সময়ের তারা শ্রেষ্ঠ দাসের সন্তান।

আজকাল অনেকেই বলে:
'ভীষণ নির্বোধ তুমি
অনর্থক পড়ে আছো নিজের ভিতর
ধরতে পারোনি সময়ের মাছ
কিংবা পরতে পারোনি কালের পোশাক
তাইতো কাটাচ্ছো তুমি
দু:সহ—একাকী গৃহপালিত জীবন'।

সাত্যিই তো
অন্য এক বানে ভাসিয়ে সব করেছে একাকার,
আমি আছি নিজের ভিতর গৃহবন্দি, নির্বিকার।

www.pathagar.com

০৯. বৃষ্টির মহিমা

সারা রাত একটানা বৃষ্টি
একাকী গুমরে কাঁদে বিষণ্ন বিছানা
জানালার পর্দা উড়ে ওপাশের ঘরে
স্পষ্ট করে তুলেছে তোমার
হলুদ শরীর।
তুমিও বৃষ্টির মত ছুঁয়ে যাও
আমাকে
যদি তুমি পড়ে থাকো ঋভুচণ্ডিদাস
আর যদি বুঝে থাকো
রিমঝিম এই বৃষ্টির মহিমা

১০. বৃষ্টির বিস্ময়

তারপর একদিন বৃষ্টিহীনে
শস্যগুলো ঝরে গেল
বৃক্ষের শিশ্নাঙ্গ থেকে
ছিটকে পড়লো বীজের উত্তপ্ত বীর্য

এভাবে আদিতে
বৃষ্টিহীন পৃথিবীতে
চাষ হলো নতুন ফসল
একদিন
মেঘের প্রাচীর ভেঙ্গে বৃষ্টি এলো
মৌসুমের
প্রথম বৃষ্টিতে শুদ্ধ হলো
যুথবদ্ধ আদিম শরীর

সেই থেকে একে একে বেড়ে যায়
বসন্তের
অনন্তের
মানব মুকুল
অত:পর বৃষ্টির শরীর পায় বৃক্ষের বয়স

হাওয়ার উপকূল থেকে বৃষ্টির শিশুরা
মেঘালয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যায়
হেঁটে যায় জলীয় জোছনা
পৃথিবীর আদি থেকে
শুদ্ধতম অনন্তের দিকে।

www.pathagar.com

১১. বৃষ্টি ও বিপ্লবী

এইভাবে ভিজে ভিজে এলাম
বাইরে কি তুমুল বৃষ্টি
কোথাও আলো নেই
তেজ নেই সূর্য মানবের

দূরে ডাকে দুষ্ট শৃগালিনী
বহুকাল—গুহাবাসী যেন কাহাফের সাথী
দেখিনি পৃথিবী আর সোনালী সবুজ
রূপালী মাছের ডিঙ্গি হারিয়ে গেছে কবে
হৃদয় থেকে অদৃশ্য সমুদ্রে

তোমার হৃদয়ে জানি বসবাস করে নাক্ষত্রিক অভিলাষ
ওটা জ্বেলে দাও
দেখ, তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে দাঁড়িয়ে আছি অবরুদ্ধ দরোজায়
ডেকে নাও
অন্তত একটি রাত কাটাতে দাও কোমল নিবাসে
পৃথিবীকে দেখ
চোখের কার্নিশ বেয়ে ঝরে কেমন রক্তগোলাপ
বর্ষার পূর্বেই বহমান রক্তে লেখা হয়েছে— বিপ্লব
আর একজন বিপ্লবী কিভাবে বর্ষার বিরোধী হবে

বহুকাল অনিদ্রায় আছি
আজ, এই একটি রাতের জন্যে অন্তত বিছিয়ে দাও
তোমার বাদামী আঁচল
পান করাও স্নিগ্ধতার কোমল পর্বত
কাল প্রভাতেই ছড়িয়ে দেব শহরময়—
ফলসা গ্রাম, কস্তুরী হাওয়া
সঘন বর্ষায়

www.pathagar.com

১২. সেতু

সে আর আমি চলেছি পাশাপাশি
এবং হেঁটে হেঁটে পাড়ি দিচ্ছি সুষমা যমুনা
পড়ন্ত বিকেল
নীল যমুনার চোখের ভেতর মুখ লুকিয়ে
বিশ্রামে যাচ্ছে বর্ষীয়ান সূর্য
আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে
প্রজাপতি মেঘ, ঝির ঝির বাতাস
আবার কখনো বা ইলশেগুঁড়ির মত বৃষ্টির দুহিতা
তুমি তাকিয়ে আছ আকাশের দিকে
আর আমি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছি
এক অপার্থিব রহস্য গভীরে
আহ! কবে যে গর্ভবতী ইলিশের মত
তোমার চিতানো বুকে হামাগুড়ি দিয়ে
পার হয়ে যাব সুনয়না পদ্মা!
হে সুজলা,
তুমি কি হতে পারোনা আমার জন্য
বৃষ্টিভেজা সেতুর উপমা ?

www.pathagar.com

বৃষ্টির সাথে কথোপকথন

এক.
সবাই ঘুমিয়ে গেছে, যাক।
এই বরং ভাল হলো—
এস, তুমি আর আমি গল্প করি রাতভর
বৃষ্টির দুহিতা!

দুই.
মাঝে মাঝে এরকম হয়।
হঠাৎ কান্নার শব্দে জেগে উঠি।
তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিশে যাই
আকাশের সাথে
আর তুমি কাশ্মীরী রমনীর মত নেমে আসো
মেঘালয় থেকে।
দেখ, আমাদের হাওয়ার কার্পেটটি আজ
কেমন ফুলে উঠেছে!
আর আমাদের মাঝখানে দুয়োরানীর মত
পা এলিয়ে বসে আছে শ্রাবণীর মেয়ে।
শ্রাবণী তো আর কেউ নয়,
সে কেবল তোমারই রোদনের ধারা!

তিন.
চেয়ারে বসে আছ তুমি।
চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে পায়া অবধি।
তুমি তাকিয়ে আছ আমার দিকে
আর আমি শূন্যের দিকে।
অবিরাম বর্ষণই যেন আমাদের সালিসি বৈঠক!

www.pathagar.com

চার.
তোমার আঁচলটি দুলছে হাওয়ায়।
কোথায় চলেছো মেঘ-মুয়ূরী?
আর কিছুটা ভিজিয়ে যাও আমাদের পোড়া বাংলা
দেখ, দারুণ তৃষ্ণায় কাতর—
ব্যথিত কৃষক।

পাঁচ.
যারা পেরেছে তারা তোমার সমগোত্রীয়
যখন পারার ছিল, তখন পারিনি
এখন কি আর পারবো?
তবুও কেন যে ডাকো এভাবে, বারবার!

ছয়.
যতপার ঝরে যাও।
ভাসিয়ে নাও তোমার কাছে
আমি তো হতে চাই শুচিশুদ্ধ
কিন্তু জানি না—
কতটুকু পরিশুদ্ধ হবে অশান্ত পৃথিবীর
কালশিটে প্রান্তর!

সাত.
এই দেখ, যখন তোমার সাথে করছি
দীর্ঘ আলাপন
ঠিক তখনই কারগিল ভাসছে রক্তবন্যায়।
দোহাই বৃষ্টিকুমারী!
পিপাসা মেটানো থেকে তাদেরকে
বঞ্চিত করো না।

www.pathagar.com

শ্রাবণ এখন

১.
বৃষ্টিতে ভিজে প্রতিদিন ঘরে ফিরি চব্বিশ পৃষ্ঠার বিষাদ আর দুর্ভাবনা নিয়ে।
সংবাদপত্রের প্রতিটি বর্ণই যেন একেকটি বিষধর অজগর।
ভয়ে আজকাল জানালা দরজা দিয়েও ঢুকতে দেই না সূর্যকে।
না জানি আবার কোন্ অছিলায় প্রবেশ করে ভয়ানক হন্তারক!
হে শ্রাবণ! হে প্রবল বৃষ্টি!
তুমিই কেবল পার ধুয়ে সাফ করে দিতে নোংরা প্রকৃতি!
দোহাই বৃষ্টি!
বাংলাদেশকে গোসল করিয়ে এক টুকরো আবরণে অন্তত ঢেকে দাও
তার ছতর। বড্ডো দগদগ করছে বিষাক্ত ক্ষতগুলো!
দেশটির দিকে আর তাকাতে পারছি না!

২.
বাইরে তুমুল বৃষ্টি।
কোথায় বৃষ্টি?
জানালা খুলে দেখি রক্তবমন করছে আজাজিল
আর আকাশের কোণা ধরে প্রস্তুত ভঙ্গিতে বসে আছেন ইসরাফিল।
আমাদের মেঘগুলো কোথায় গেল?
নাকি তারা আশ্রয় নিয়েছে আজ মানুষের হৃদয়ে!
তাহলে এতক্ষণ যাকে বৃষ্টি বলে ভেবেছি, সে কেবল
মানুষেরই রোদন?
মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি—
ঝিঁঝির খণ্ডিত ডানার মত একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে
এশিয়ার মানচিত্র। আর তার পাশেই গড়াগড়ি খাচ্ছে ওস্তাদ
আলাউদ্দিন খাঁর ভাঙ্গা এসরাজ!
আফসোস! আজ আর কোনো বৃষ্টির সঙ্গীতই বাজবে না—
'এমন দিনে তারে বলা যায়'—
না! কিছুই বলা যায় না।—
শুধু জিজ্ঞেস করা যায় ; আর কত কাঁদবে হে বিপুলা পৃথিবী!

৩.
আশা ছিল, এবার বৃষ্টিতে ফুটে উঠবে ঘুমন্ত বীজগুলো
মৃত্তিকা ভেদ করে মাথা উঁচু করে বুঝাবে কচি প্রাণ :
'আমরা এসেছি, এইতো এসেছি আলোর উদ্ভাসে।
আমাদের দেখাও তবে নদীর মোহনা।'

www.pathagar.com

কীভাবে বুঝাবো তোমাদের, আমাদের আজ আর কোনো নদীই নেই!
বরং তোমরা ফিরে যাও পুনরায় বীজের আধারে
যেমন ফিরে গেছে আমাদের স্বপ্ন-সম্ভাবনার সকল স্তর।
দেখো, এই বর্ষা ঋতুতে ফলবতী শস্যক্ষেতও কেমন ফেটে
দু'ভাগ হয়ে গেছে!
তার হা-এর ভেতর থেকে এখন কেবল অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাসের উদ্‌গীরণ!
আমরা তো হয়ে গেছি আফ্রিকার কৃষ্ণমৃগ।
বৃষ্টির সপক্ষে আজ আর একটি পয়ারও রচিত হবে না!

৪.
'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে'—
কোথায়?
এখানে আষাঢ় আসেনা, আসেনা আার কোনো বর্ষা ঋতুই।
এ কেমন বন্ধ্যা প্রহর!
এ কেমন নাগিনী নি:শ্বাস!
বৃষ্টিও উধাও হয়ে গেছে এশিয়া থেকে!
আর মেঘগুলো হিমালয়ের পাদদেশে উপুড় হয়ে কেবল
আর্তনাদ করছে।
তবে কি বঙ্গোপসাগরও হয়ে যবে বিমান বন্দর!
পাশ ফিরে দেখি, লজ্জায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন নজরুল,
আর রবীন্দ্রনাথ হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বজরা হাঁকিয়ে
ছুটে চলেছেন দক্ষিণের ভাটিতে!
হায়রে শ্রাবণ!
শ্রাবণ এখন আশ্রয় নিয়েছে 'রেখানীড়ের' চার তলায় রাজহাঁসের পালকের নিচে'
বৃষ্টি বৃষ্টি বলে আর কেউ কোনোদিন প্রার্থনা করো না।
বৃষ্টি মানেই তো এশিয়ার রক্তবন্যা!

www.pathagar.com

উত্তর-বর্ষায়

উত্তর-বর্ষায় জেগেছে নতুন ভোর। শরতের
স্নিগ্ধ শিশিরে আবৃত। কৃষকের ভারী পদছাপ
পড়ে আছে নরোম ঘাসের বুকে। অবিকল যেন
ভেজা মাটির শরীরে পাঁচটি আঙুল এঁকে গেছে
কোনো এক মহৎ শিল্পের সুষমামণ্ডিত ছবি।

এ আমার সবুজ ফসল আর সিক্ত মৃত্তিকার
নিজস্ব অর্জন। ঘুঘরো বা কেঁচো-আঁকা চিত্রকর্ম,
প্রচ্ছদও— কী বিস্ময়কর! পৃথিবীর আর কোন্
শিল্প আছে এর সাথে তুলনীয়? ভ্যানগগ নন,
নন লিউনার্দো কিম্বা এনজেলো, এ আমার দেশ—
বৈচিত্র্যে ভাস্বর— জগৎ-বিখ্যাত এক স্থিরচিত্র ॥

www.pathagar.com

কোথায় থেমেছে নদী

পেছনে আঁধার নামে। বৃষ্টি ঝরে। সম্মুখে তুফান।
হাতের তালুতে স্থির তবু এক শাদা কবুতর।

পালকের গন্ধে তার ভেসে যায় মুক্তির আখ্যান
কোথাও নেমেছে ঢল, ভেঙেছে স্বপ্নলোকের ঘর।

হীরক বয়স থেকে ঝরে গেছে মোহন দুপুর
কোথায় থেমেছে নদী—এলোকেশী জলের নূপুর?

www.pathagar.com

ঘূর্ণি

ধূসর কুয়াশা ঘিরে অবাক পুরুষ
হাঁটু গেড়ে বসে গেছে কাকের শহরে।

উল্টো দিকে ঘুরে গেছে সময়ের মুখ।
ভেসে গেছে স্বপ্নসুখ গর্ভের লালায়।

জীবন যেন বা অচেনা খেয়ার তরী
আধেক আলোয় তার আধেক আঁধার।

পথের সমাপ্তি ভেবে বসেছি যেখানে
অবশেষে জেনে গেছি সমাপ্তি সে নয়।

মহাকাল আছে বেশ দারুণ ফূর্তিতে
আমি শুধু পাক খাই প্রবল ঘূর্ণিতে॥

www.pathagar.com

নদীর মরণ

স্বপ্নের দৌড়ের মত থেমে আছে বিস্ময়ের কাল!
প্রতীক্ষায় কেটে গেছে কপোতাক্ষে অঢেল প্রহর
ভাতের থালায় উড়ে বসে কাক, চিলের বহর
প্রবল প্রশ্বাসে ছিঁড়ে গেছে উজানী নৌকার পাল।

বেদনায় ভিজে যায় কৃষকের বুকের পশম।
বৃক্ষের রোদন দেখে কেঁদে ওঠে জননীর প্রাণ।
নেতিয়ে পড়েছে আহা দুগ্ধহীনে গাভীর ওলান
দুখিনী নদীর জন্যে এতোটুকু নেই উপশম!

পানির কলসে একি! বিষধর কেউটের ফনা!
খরতাপে পাথরও হয়ে গেছে রোগাক্রান্ত ফিকে
ভয়ংকর মৃত্যুর ছোবল হেনে যায় চারদিকে।
সীমার দেবে না পানি? তবে নাও বারুদের কণা!

চারদিকে মরুময় কেবলই ভস্মের ক্ষরণ
থমকে দাঁড়িয়ে দেখো আমাদের নদীর মরণ!

www.pathagar.com

প্লাবন

অবিকল মানুষের মত একটি ছায়ার কংকাল
প্লাবিত মানচিত্র ব্যাপী একটি ছায়া আমার মুখোমুখি।
ত্রাণশিবিরের চারপাশ কেবল রোদনের হাহাকার
জলমগ্ন মানচিত্র যেন পরিত্যক্ত ট্রেনের বগি।
আমার মুখোমুখি উদ্বাস্তু মানুষ আর ছায়ার কংকাল
প্লাবিত অসহায় শহরের মত ক্লিষ্ট, বেদনাহত।
বিষাক্ত পানিতে ভাসিয়ে দেয়া লাশগুলি
কোনোদিন পাবেনা আর মাটির নাগাল!
আমার স্মরণদ্বীপে ভয়াবহ প্লাবন, মৃত্যুমুখি ছায়ার কংকাল!
পানিবন্দি আতঙ্কিত মানুষ থেকে ত্রাণশিবির যোজন দূরে।
ত্রাণশিবিরেও ছুঁই-ছুঁই পানি।
পানিবন্দি মানুষের চোখে ধেই ধেই নেচে ওঠা মৃত্যুর নূপুর।
কায়াহীন ছায়া, ছায়ার কংকাল।
ঠিক মানুষের মত কথা বলে, কেঁদে ওঠে প্রচন্ড ত্রাসে!
আমার অস্তিত্বের দুর্ভার কবুতরের হাল্কা পালকের মত
ঝরে গিয়ে ক্রমশ কোষা হয়ে গেলেও
ফুলে ওঠা বিষাক্ত পানি গ্রহণ করেনি বেওয়ারিশ লাশ!
উদ্বাস্তু মানুষগুলো আজ
জলমগ্ন মানচিত্রের বিবস্ত্র সেনাপতি।
আমার অস্তিত্বের আচ্ছাদন নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নির্লজ্জ প্লাবন।
আমার বিবস্ত্র দেহের দুর্ভার লজ্জা ভেসে যাচ্ছে,
আছড়ে পড়ছে বিষাক্ত পানিতে।
আমার অস্তিত্বের সমাধি নিয়ে চলে যাচ্ছে দুর্দমনীয় বেগবান স্রোত।
ত্রাণশিবিরেও ছুঁই-ছুঁই পানি।
বিষাক্ত পানির মুখে লাশের মিছিল।
লাশগুলি কোনোদিন পাবেনা আর মাটির নাগাল!
অস্তিত্বহীন আমি এখন বিষণ্ন, জলমগ্ন বাংলাদেশ!
আমার কেশরাশি প্রতিটি লাশের জন্য
একেকটি শোকাবহ মিনার!
বানভাসী জলমগ্ন উদ্বাস্তুর চোখে অনিশ্চিত সকাল।
সহস্র সূর্য চূড়ান্তভাবে জ্বলে উঠলেও যেন
উষ্ণ হবার নয় জলমগ্ন ভয়ার্ত হৃদয়।
উদ্বাস্তু মানুষের চোখে কেবল মৃত্যুর উৎসব!
আফসোস!
আজ আর কোনো হুতাশনেই
এশিয়ার জলবায়ুতে একবারও কম্পন ওঠে না!

www.pathagar.com

শৈশবের পথে

ঘুমিয়ে পড়েছো কপোতাক্ষ
নাকি জেগে আছো আমার মায়ের সাথে!

স্মৃতির গভীরে টোকা দিয়ে যায় জাগ্রত প্রহরী ;
মনে পড়ে? হেঁটে যাচ্ছো খালি পায়ে বাঁকড়ার হাটে।
ধূলায় ধূসর চারদিক। পড়ন্ত বিকেল—
উদোম শরীরে শাঁ শাঁ গতিতে চলেছে
গাঁয়ের কৃষক। বোগলে গুটানো মলিন থলে!—
তবুও প্রতিটি পদক্ষেপ সুদৃঢ়, কঠিন—
যেন দুর্বিনীত এক বাতাসের ঘোড়া, কিংবা
লকলকে বেড়ে ওঠা সোনালি ধানের শিস!

ধূলি-কাদা রাস্তা মাড়িয়ে সেই তো কবে—
বহুকাল আগে গিয়েছি সেখানে;
যেখানে একাকী বসে থাকেন মমতাময়ী আমার জননী!—
সেই প্রশান্ত পুকুর— মায়ের উষ্ণ প্রশ্বাসে
ফ্যাকাশে হয়েছে যার সবুজ চাতাল,
পুকুরের পানিও হয়েছে লাল— মায়ের অশ্রুতে!
কতকাল চলে গেল, সে পথে হয়নি হাঁটা!
এখনতো ভরেছে উদর দূষিত বাতাসে,
আর অজগর বেষ্টিত এই পাথর শহরে
কীভাবে যে বন্দি হলাম নিষ্ঠুর নিগড়ে!

তবুও ফিরতে চাই—
হাঁটতে চাই শৈশব মাড়ানো ঐসব পথে,
ভরে নিতে চাই বুক—
কপোতাক্ষ আর মায়ের নিবিড় পরশে।

তুমি কি নেবে না মাগো! তোমারই বুকে টেনে—
চুয়াল্লিশ ছুঁয়ে যাওয়া এই অবোধ শিশুকে!

www.pathagar.com

ধলপহরে

ধলপহরে বিরান মাঠে একলা আমি
মাথার পরে আগুন ঝরা দহন তাপ।

সামনে ধূধূ কেবল শুধু তেপান্তর
একটু বাঁয়ে বনের ধারে ক্রুদ্ধ ডাক
পায়ের নিচে শিয়ালকাঁটা ফোটায় হুল
বিষের বানে বাঁধ ভেঙেছে জীবনকূল।

দীঘির জলে যেমন দোলে পদ্মপাতা
যেমন ফোটে ঘাসের নাকে শিশির কণা
তেমন করে কষ্টগুলো দিচ্ছে দোলা
চিটাভস্মে উঠছে ভরে আমার গোলা।

ধলপহরে শিয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া
হাঁড়ির পেটে মোচড় মারে মস্ত কূয়া॥

www.pathagar.com

জীবনের পোড়ামাটি

নদীতে সাঁতার কেটে কেটেছে কৈশোর
যৌবন নিয়েছে বাঁক সমুদ্রের দিকে
ক্রমশ হয়েছে চাঁদ—আলোহীন ফিকে,
উত্তর যৌবন আজ মরুর উষর!

স্বপ্নের ছালুনগুলো হয়ে গেছে বাসি
ঝড়ের দাপটে কম্পিত ঘরের চাল
প্রবল তাণ্ডবে ওড়ে নিয়তির পাল,
মাস্তুলে হাসে কে নর-পিশাচের হাসি!

শস্যহীন মাঠ যেন শবের কাফন!
দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে গেছে সবুজের নাভী,
জলহীন নদী আর দুগ্ধহীন গাভী—
শুষ্ক বালির বসনে হয়েছে দাফন!

ভিতর বাহিরে দাহ, আগুনের পাটি
পুড়ে পুড়ে খাক—জীবনের পোড়ামাটি ॥

www.pathagar.com

বিরান প্রহর শেষে

এটা হলো বৈশাখের কাল। তুমি কি পড়তে পার
ডুবন্ত সূর্যের ভাষা আর নীড়হারা পাখিদের
রোদনের দীর্ঘশ্বাস? এখন সাগরমুখী নদী।

ভাটির উচ্ছিষ্ট গুগলি শামুক পড়ে আছে স্থির
চিকচিক বিশুষ্ক বালিতে। মাথার ওপরে, শূন্যে
আর কোনো গাঙচিল দেখিনা। শুনিনা আর কোনো
ডাহুকের ডাক। প্রকৃতি এখন আর উপমেয়
নয়। এমনকি নয় তোমার চোখের মত। এই
গাঙ্গেয় বদ্বীপে একদা যা ছিল কাব্যের প্রতীক।

এটা হলো ক্ষরণের কাল। কেউবা বলেন, চৈত্র।
তবে কি বৈশাখ খুলে দেবে তার রহস্যের দ্বার?
যেখানে রয়েছে জমা স্বপ্ন আর বিপুল বিস্ময়!

ধরিত্রী, প্রশান্ত হও। থেমে যাবে সকল প্রলয়,
বিরান প্রহর শেষে পেয়ে যাবে আপন নিলয়।

www.pathagar.com

এইতো ভিড়েছি কূলে

কঠিন শিলার স্তর, তীব্র বজ্রাঘাত
তুফান তরঙ্গ আর মরুঝড় সয়ে
এখনো চলেছি কালের সুড়ঙ্গ বেয়ে।

আমি তো জানিনা পথ— পথের দূরত্ব
জানিনা বরফ ঢাকা নদীর ঘনত্ব!
এতটুকু জানি শুধু গন্তব্যের বাড়ি—
যতই হোকনা দূরে, দিতে হবে পাড়ি।

কেটে গেছে জীবনের দুইভাগ কাল,
এক ভাগে জাগে তবু স্বপ্নের প্রবাল।
যতটুকু আছে পথ, আছে অভিঘাত
ততোটুকু পেরুলেই— নবীন প্রভাত!

ঘুরেছি গিরি-গুহা, কঠিন প্রান্তর
পেরিয়ে এসেছি শৃঙ্গ, প্রমত্ত সাগর,
এইতো ভিড়েছি কূলে, ফেলেছি নোঙ্গর ॥

www.pathagar.com

একাকী মানব

এই মহাকাশ, এই অতলান্ত মহাকাল আর
এইসব মহাদেশ, পাহাড় সমুদ্র উপকূল
কোথাও প্রশান্তি নেই, নেই এতটুকু উজ্জ্বলতা,
বাঁশের কাণ্ডের মত নুয়ে আছে কেবলি শূন্যতা।

কতো কাল হলো— মানুষের বিপরীতে চলে গেছে
মানবতা, বোধ আর যত আছে সুকুমার শব্দ।
অশুদ্ধ আগুনে পুড়ে গেছে শিল্পের দীপ্ত সুষমা,
উড়ে গেছে বাষ্পের শরীর বেয়ে সৌখিন উপমা।

মহাদেশ, মহাকাল ছেয়ে আছে চতুর শকুন
সময়ের গ্রীবাদেশ ছুঁয়ে আছে সুতীক্ষ্ণ নখর।
'বাঁচাও বাঁচাও!'— কে আর আসবে বলো মৃত্যুদ্বীপে?
যারা পারে— তারাও ভিড়েছে আজ শকুনের দলে।

শকুন শকুন! চারদিকে নৃত্যরত শকুন-দানব,
অগ্নিকূলে বসে আছি এই আমি— একাকী মানব।

www.pathagar.com

হতাশার রাত শেষ

হতাশার রাত শেষ। ঝলমলে সূর্য
হাসে নিকানো উঠোনে। কৃষক ছুটেছে
মাঠে। সবুজ ফসলে ভরে যাবে আজ
পুবের খলেন। দিনশেষে রাত এসে
পুনরায় জ্বেলে দেবে জোছনার আলো,
দূরে যাবে যত আছে বিষাদের কালো।

আঁধার আঁধার বলে করোনা বিলাপ
মেঘের আড়ালে আছে চাঁদের গিলাফ!

স্বপ্নগুলো তুলে নাও আমনের মত
ভরে তোলো বুক আর হৃদয়ের গোলা;
আসুক খরার কাল, ঝড়-ঝঞ্ঝা শত
তবুও হৃদয়ে ভরো সাহসের দোলা।

তবে আর শঙ্কা কেন! শুধু বরাভয়—
সাহসী মানে না কোনো বাধা-পরাজয়॥

www.pathagar.com

নিয়তির দণ্ড

এই রাত— নিস্তব্ধ গভীর রাত জেগে আছে
পরিত্যক্ত প্লাটফর্মের মতন।
আমি তার একমাত্র সহযাত্রী।

বয়সী কাকের মত ঝিমুচ্ছে পৃথিবী।
চোখ তার ঢুলুঢুলু—ক্ষুধার উপমা।
মালবাহী ট্রেনের মতন চলে যাচ্ছে পাংশুটে প্রহর।

হঠাৎ কান্নার শব্দ!
চোখ মেলে দেখি—
পায়ের নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পৃথিবী।
পাশে তার ভাঙ্গা বেহালার ছড়
আর সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতন উড়ে যাচ্ছে শূন্যে
ছতরের রক্তাক্ত কাপড়।

হাঁটুর ভিতর মুখ লুকিয়ে কাঁদছে সে।

কাঁদো পৃথিবী—কাঁদো অনন্ত কাল....
কেননা তুমিই তো স্বপ্নের খোড়ল থেকে
আমাকে অপসারণ করে ঢুকিয়ে দিয়েছো
বিষধর অজগর।

তুমি কেঁদে যাও—
তোমার চোখের পানিতে ভিজে যাক মাটির হৃদয়।
আর আমি হব কৃষকের তরবারির মতন চকচকে
স্বপ্নভার লাঙলের ফলা।

আমি ছাড়া তোমার কান্না শোনার মত
আর কে আছে পৃথিবী, বলো!
তোমাকে বহন করাই যে আমার পাল ছেঁড়া নিয়তির দণ্ড।

www.pathagar.com

গ্রহের প্রাসাদ

তুমি বসে আছ গ্রহলোকের একটি সুনসান বারান্দায়।
বসন্তের ঝাউয়ের মত চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে
তোমার সুগন্ধি ঘনকাল দীর্ঘ চুল।

তুমি বসে আছ অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে।
হাতে এক অনাস্বাদিত কফির উজ্জ্বল পেয়ালা।
গভীর আগ্রহে চোখ রেখেছ ইন্টারনেটে।
কফিতে চুমুক দিতে দিতে আনমনে দেখে যাচ্ছ
গ্রহবাসীর বিচিত্র সব খবরা-খবর।

খুব যত্নে সাজিয়েছ তুমি গ্রহের প্রাসাদ।
পশ্চিমে ঝুলন্ত বর্ণিল পর্বত।
পেছনে বাঁধানো লেক, সুইমিংপুল।
স্বচ্ছ পানিতে নীরবে হেসে হেসে দোল খাচ্ছে
শাপলা-শালুক আর অজস্র ফুটন্ত তারার প্রতিচ্ছায়া।

বরফের সিঁড়ি ভেঙ্গে আয়েশী ভঙ্গিতে তুমি নেমে যাচ্ছ
পড়ন্ত বিকালে সামনের পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগানে।
একাকী হাঁটছো আর গুণগুণ করে গেয়ে যাচ্ছ নজরুল সংগীত।
একটু গভীর হলে রাত—
খুব কাছ থেকে ঘ্রাণ নিচ্ছ পূর্ণিমা চাঁদের।

বেশ কেটে যাচ্ছে তোমার সময়।
ইচ্ছে হলেই ছুটছো স্বয়ংক্রীয় যানে অন্য গ্রহে।
কিংবা যাচ্ছ পশ্চিম গোলার্ধে বিপণী বিতানে।
কখনো বা হাওয়া বদল করতে ছুটছো পৃথিবীর দিকে।

গ্রহপথে হেঁটে হেঁটে কখনো বা ক্লান্ত হলে
কিংবা কোনো এক উদাস বিকালে
হয়তো বা মনে পড়বে পুরনো এক পৃথিবীর কথা।
হাজার বছর আগে যাকে ফেলে এসেছ অনেক অবহেলায়।
যেখানে মুখর ছিল মানুষ আর পাখির কলরবে।
ঠিক সেই বিষণ্ন সময়ে—
হয়তো বা হঠাৎ করে তোমার খুব ইচ্ছে করবে কবিতা পড়তে। তখন—
ঠিক তখনই তুমি অনুভব করবে তোমার বাম পাঁজরে আমার
সরব উপস্থিতি।

হাজার বছর পরে
আমাদের দেখা হবে হয়তো বা এইভাবে।
তোমার সাজানো গ্রহের প্রাসাদে হবো মুখোমুখি।
আর খুব কাছ থেকে পরস্পর করবো স্মরণ,
হে অনন্তিকা! তোমার জন্য রেখে যাচ্ছি আজ
মাটির পৃথিবী থেকে কয়টি চরণ।

www.pathagar.com

কালযাত্রী

শস্যের ক্ষেত মাড়িয়ে সবাই নেমেছে প্রতিযোগিতায়।
ক্লান্ত গলায় ঢালছে তারা জমাটবাধা রক্তের গ্লাস
আর মানুষের চামড়ার তৈরি ন্যাপকিনে
মুছে নিচ্ছে বিলাসের ঘাম।

দৌড়াও খরগোশ।
ছোটো, যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ।

সবাই নেমেছে প্রতিযোগিতায় উন্মাদ মোষের মত
কে ছুঁয়ে যাবে স্বার্থের নিশান, কতটা আগে।

নামুক। আমার কোনো দৌড়ের ইচ্ছাই নেই।
এইতো আমি দাঁড়িয়ে আছি এইখানে—

উত্তপ্ত গ্রহের পাদদেশে।
বহু আগেই টপকে এসেছি কান্নার নদী
এখন তো কেবল কালের পিঠে ঠেস দিয়ে দেখে যাওয়া—
চতুর খরগোশের হাস্যকর ঊর্ধদৌড়।

সবাই নেমেছে প্রতিযোগিতায়।
নামুক। আমি এখন সময়ের পলিথিনে
কিছু স্বপ্ন ভরে মুখ ফিরিয়েছি বিক্ষুব্ধপৃথিবী থেকে
আর এক মহাপৃথিবীর দিকে।

www.pathagar.com

প্রবল প্রশ্বাসে

তুমি জাগো। জেগে ওঠো সমুদ্রের ডাকে
জেগে ওঠো সময়ের শ্রান্ত চোখ মেলে,
মৃত্যুর শিখর থেকে জেগে ওঠো তুমি—
জেগে ওঠো স্বর্ণশীষ—পর্বতের ভূমি।

শিরায় শিরায় বয়ে যাক দীপ্ত তেজ
বয়ে যাক স্বপ্নধারা— বিপুল ঝরণা,
জেগে ওঠো গুহা থেকে আমূল নবীন—
ভেঙ্গে আনো শঙ্কাহীন সবুজের দিন।

তুমুল তাণ্ডবে ওড়ে সাহসের ঘুড়ি
উড়ে যায় ফুঁড়ে যায় সুনীল আকাশ,
জেগে ওঠো। —শোনো চাতকের ডাক
তোমার দৃষ্টিতে বেদনারা দূরে যাক।

তোমার উত্থানে হোক অন্ধকার শেষ,
প্রবল প্রশ্বাসে তুমি জাগাও স্বদেশ ॥

www.pathagar.com

ক্লান্তিরেখার পাদদেশে

সহস্র বাঁক পেরিয়ে আমি এখন এখানে—
ক্লান্তিরেখার অসম পাদদেশে।

মাথার তালুতে বাজের ছোবল আর
অবাঞ্ছিত এক ঘূর্ণিতে কেবলি
কেঁপে উঠছে আমার স্বাপ্নিক হৃদয়!

মানুষের উৎপত্তি কি ঘৃণার জঠরে?
নাকি কোনো নাগিনীর দীর্ঘশ্বাসে?

ভবিষ্যত শুয়ে আছে সাপের গুহায়
বর্তমান কম্পমান!
অথচ আমারও অতীত ছিল—
অতীত ছিল—
মহান ইতিহাসের মত মধ্য এশিয়ার।

অবশেষে তুমি এলে—
তুমি এলে এমনি এক সময়
দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যখন আমি মুহ্যমান।

www.pathagar.com

ঘরহীন ঘরে

আর কতভাবে ব্যবচ্ছেদ করবে আমাকে? করো।
প্রতিটি প্রহর চলে গেছে নিয়তির প্রতিকূলে,
এইতো রেখেছি খুলে অকাতরে দেহের আমূল—
আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে আর মহাকাল? চলো।

সান্ধ্যখেলা শেষ হলো, এবার ফেরার পালা ঘরে।
গ্রাস করেছে সে ঘর দৈত্য আর বানভাসি চরে।
দূরে আছে প্রতীক্ষায় হায়েনার বিষাক্ত বদ্বীপ,
ফেরার তো তাড়া নেই, চোখে নেই স্বপ্নের প্রদীপ।

পেছনে রাজ আসন, সম্মুখে কেবলি দীর্ঘশ্বাস!
শকুন-মানুষে যুদ্ধ! এই এক দীর্ঘ ইতিহাস—

সান্ধ্যখেলা শেষ হলো, এবার ফেরার পালা ঘরে।
আমার তো ঘর নেই! আছে কিছু ঢেউয়ের মালা,
এশিয়ার সিংহদ্বারে ঝুলে আছে নিষেধের তালা।—
ফেরার এ বৃথা চেষ্টা, প্রতিদিন—ঘরহীন ঘরে ॥

www.pathagar.com

ঘৃণার উপত্যকা

কতো আর উপেক্ষা করতে পারো?

বৃষ্টির সপক্ষে ছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা
আর তোমরা এখন বৃষ্টির বিরোধী।
তবু সহস্র উপেক্ষা পেরিয়ে—
এখনও বৃষ্টি নামে মুষলধারায়।

আমিও পেরিয়ে এসেছি ভ্রুক্ষেপহীন
উপেক্ষার পর্বত।
এইতো দাঁড়িয়ে আছি প্লাবিত শহরে
আর সময়ের শিং-এ ঝুলে আছে কেবল অনিষ্ট—
তোমাদের ব্যর্থতার প্রলম্ব স্মারক।

কোনো অগ্নিময় প্রশ্বাসও আর
স্পর্শ করতে পারে না আমাকে।
ভুলে গেছি দীর্ঘশ্বাসের বিকট গন্ধ।
ক্যাঙ্গারুর মত আমিও পেরিয়ে এসেছি
শৈশব রোদন।

কতো আর উপেক্ষা করতে পারো? করো।
আমার পকেটে আছে—
টপকে যাবার মত দুরন্ত সাহস
এবং হাতে আছে একটি ঘৃণার উপত্যকা।

www.pathagar.com

হেমন্তে জাগাও তুমি

এখানে আসে না ঋতু—ঋতুর স্বভাব
এখানে ঘাসের বুকে পড়ে না শিশির
এখানে জাগে না প্রাণ— প্রেমের তিতির
এখানে রয়েছে জমা অশেষ অভাব।

কি এক ব্যথার নদী চলে বাঁকে বাঁকে
মরা নদী, ঝরাপাতা, খরাডারা বুক
শোকের বসনে ঢাকে লাঞ্ছনার মুখ
এশিয়ার বুক জুড়ে শকুনেরা ডাকে।

মানুষ কেবলি আজ মৃত্যুর সোপান!
এই দেশ, এই ক্ষেত—আমার ভূ-ভাগ
মাটির গভীরে আছে যত অনুরাগ—
তোমার প্রশ্বাসে তবু ক্ষুধার লোবান!

শরৎ সে এসেছিল, রেখে গেছে বান
হেমন্তে জাগাও তুমি—শত কোটি প্রাণ।

www.pathagar.com

নিগৃহীতার বাহুডোরে

[ঢাকার চারশো বছর পূর্তিতে]

উত্তর বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ঢাকার অসংখ্য মিনার
মগবাজারের সুউচ্চ ওয়ারলেস টাওয়ার, রামপুরার টিভিকেন্দ্র,
পশ্চিমের ঝিল, এদোডোবা, কলমিফুল কিংবা
জীবনের মত আঁকা-বাঁকা মাজাভাঙ্গা অগণিত গলিপথ।
আর বিশ্বরোডের দুপাশে বেড়ে ওঠা অবহেলিত—
ভাসমান মানুষের বস্তিগুলো যেন তিলোত্তমা নগরীর অনিবার্য পোশাক।

রাত যখন ধাবিত হয় গভীরের দিকে
রাজধানী যখন মাতাল আর খুনীর দখলে
লাইটপোস্টের পিলারগুলো যখন বেদনায় মুহ্যমান,
তখন, গভীর রাতে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকি একা।
বারান্দার গা ঘেঁষে কয়েকটি নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে সটান
এলোকেশী পাহাড়ী মেয়ের মত ছড়ানো সবুজ পাতায় গর্বিনী
একেকটি গাছ যেন— বৃটিশ সম্রাজ্ঞী।

আরও গভীর হলে রাত, রাজধানী হয়ে ওঠে রহস্যের ডেরা।
তখন তাকে কী যে অচেনা লাগে!
যেন নিজেরই পৃষ্ঠদেশ—যাকে সম্পূর্ণ যায় না দেখা।

প্রতিটি গভীর রাতে, খুব বেশী একা হয়ে গেলে নেমে আসি বারান্দায়।
দেখি, ট্রেনের স্লিপারের মত চিতানো নারকেল ডাঁটার ওপর
পালকের নিচে দীর্ঘশ্বাস চেপে বসে আছে একটি বয়সী কাক।
অমাবস্যা কিংবা জোছনা রাত, ঝড়ো-বৃষ্টি কিংবা শিলার প্রপাত—
সেই একই ভঙ্গিতে বসে থাকে কাক— নিদ্রাহীন কালের দোসর।

জানিনা ঢাকার বয়স বেশী, নাকি কাকের!

কখনও মনে হয়— কাক নয়; অন্য এক ক্যানভাস।
আর তখনই রাতের নি:সঙ্গ, অসহায় কাক হয়ে যায়
পালক খসা বিধ্বস্ত, লণ্ডভণ্ড ঢাকা কিংবা বিপন্ন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

২.

জোছনাপ্লাবিত রাতে আজ চেয়ে আছি অজস্র স্বপ্নের দিকে।
আর ভাবছি, এইতো—এই শহরেই প্রবাহিত হয়েছিল একদা দর্পিত প্রশ্বাস।
এইতো দাঁড়িয়ে আছেন ঈসা খান, সম্রাট জাহাঙ্গীর কিংবা মুরশিদকুলি খান।
তাদের স্মরণে এখনো কি বুড়িগঙ্গায় কম্পন ওঠে না?
এখনো কি কাঁপেনা বাতাস তাদের সাহসী অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে?
তবে আর কোন্ তস্করের সাধ্য আছে হাত বাড়ায় দুর্গের দিকে!

৩.

আজ প্রত্যুষে যখন বেরিয়ে পড়েছি শায়েস্তা খানের স্বপ্নের শহরে
আর তখনই পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো সেই অতি চেনা
কাকটির খণ্ডিত মুণ্ড!
কী নিদারুণ অসহায় ভঙ্গিতে সে চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে।
আশ্চর্য! কীভাবে ঘটে গেল মুহূর্তেই এমন একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড!
তবে কি নগর ফটকে কোথাও ঘাপটি মেরেছিল সাবলীল অস্ত্রহাতে
রক্তপিপাসু কোনো হন্তারক!
মুণ্ডহীন কাকটির দিকে তাকাতেই মনে হলো—
কাক নয়, যেন আমারই বুক থেকে ক্রমাগত ঝরে যাচ্ছে
পতাকার বৃত্তের মত টকটকে লাল রক্ত।
আর আমি পড়ে আছি চারশো বছর ধরে।
আমারই সমবয়সী— ডানাভাঙ্গা, স্মৃতিভ্রষ্ট এক নিগৃহীতার বাহুডোরে।

হায়! ঢাকা তো কেবল স্বপ্ন কিংবা মসজিদের শহরই নয়,
সে এখন রীতিমত বহমান রক্ত এবং ত্রাসের নগরী!

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আসাদ : জন্মশত বর্ষে

রাতটা গভীর ছিল এবং প্রগাঢ় অন্ধকার।
ঝড়ো হাওয়া ছিল, ঝড়ের তীব্রতা ছিল।
পথটি ছিল দীর্ঘ এবং বন্ধুর।

সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি হাঁটছেন ঊর্ধ্বশ্বাসে।
কোথায় গন্তব্য?
হঠাৎ থামলেন তিনি।—
তারপর মুখ ফেরালেন ধূসর দিগন্তের দিকে।

এবার চললেন তিনি 'মক্কার পথে'।
হাঁটছেন ক্রমাগত।—
হাঁটতে হাঁটতে দু'পায়ে ভেঙ্গে যাচ্ছেন আঁধারের ছায়া।
ভেঙ্গে যাচ্ছেন বিরুদ্ধ বাতাসের দর্পিত প্রশ্বাস।

মক্কার পথ—
ঐখানে জমা হয়ে গেছে যত সূর্যের আলো।
ঐখানে গোল হয়ে বসে গেছে জোসনার মেলা।
ঐখানে তশতরী উপচে পড়ে যত কল্যাণের ফল।

তার পথটি চলে গেছে অজস্র আলোকিত স্বপ্নের ভেতর।
চলে গেছে সমুদ্রের কল্লোলিত ধ্বনির গভীরে।

আসাদ!
আপনার বাহনের রশিটা একবার আমার দিকে ছুড়ে দিন।
আমিও যে 'মক্কার পথের' এক দারুণ পিয়াসি পথিক!

www.pathagar.com

বীজতন্ত্র

তোমাকে খুঁজেছি সহস্র বছর ধরে
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে গ্রহের প্রান্তরে।
যা কিছু দেখিনা কেন তারই ভিতরে
তোমাকে দেখি শুধু স্বপ্নের বিবরে।

কোথায় লুকিয়ে ছিলে? রহস্য গভীরে
নাকি এই মরুবুকে— আমার অন্তরে?
নদীকে ডাকি যখন তুমি শোনো ডাক
শরীরে শরীর ছুঁয়ে দাঁড়াও সবাক।

বীজের শরীরে দেখ আমার সুঘ্রাণ
ভ্রূণের ভিতরে আছে লক্ষ কোটি প্রাণ।
ঝিনুক দু'ভাগ করে জেগে ওঠো তবে
এবার কর্ষণে ক্ষেত শস্যভারা হবে।

জন্মের অতীতে আমি চেয়েছি যে ভূমি
সে তো আর কেউ নয়, তুমি শুধু তুমি॥

www.pathagar.com

দশ দিগন্তের অন্তরেখা

তেপান্তর পার হয়ে আমি যাচ্ছি তোমার কাছে।

দিগন্তের বিস্তার আমি দেখেছি
আমি দেখেছি শস্যভার ক্ষেতের গর্বিত মস্তক
কোমল শিশিরে ঢাকা দুর্বাঘাসের আনত দেহ
আর পাখির কলরবে মুখরিত বিয়াল্লিশটি প্রভাত।
তুমি কি ছিলে না কখনো আমার স্বপ্নের দোসর?
আমি এখনো আছি কৃষকের মত ক্লান্তিহীন।
এখনো মধ্যরাতে নাও ছেড়ে দেই বিরুদ্ধ বাতাসে, দর্পিত ভাটিতে
আর আদমসুরাত দেখে ঠিক করে নেই গন্তব্যের নিশান।
যদিও মানুষই আজ বড় বেশি গন্তব্যহীন!

ভাবতে পার, রাজ্যির বাঁদরগুলো যখন আজ খেয়ার মাঝি
আর যাবতীয় বিবাদ-মীমাংসার একচ্ছত্র অধিপতি মূর্খ শিয়াল পণ্ডিত
তখন কোন্ ভরসায় আর সাতপহরের উজান ভেঙ্গে পৌঁছুতে চাই
তেভাঙ্গা উপকূলে!
তুমি তো জানই—
আমার যাত্রা সর্বদা গতির বিপরীতে, অজ্ঞেয় বিদারী।

প্রত্যেকটি ফসলেরই মৌসুম আছে, পৃথক।
আছে ঋতুর কিছু নিজস্ব স্বভাব।
কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর যেমন থাকে না কোনো মৌসুম
ঠিক তেমনি আমি আর প্রতীক্ষা করি না কোনো নির্বিরোধ বসন্তের।
আমি তো জেনে গেছি, কোনো রাস্তাই এখন আর রাস্তা নেই।
কোনো আবাসই নেই নিরাপদ, শঙ্কাহীন।
পৃথিবী নামক গ্রহটি এখন সবচেয়ে পূতিগন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর ডাস্টবিন।
হত্যা, খুন এবং অবিরাম রক্তবমন ছাড়া এখানে আর কীইবা
সঞ্চয় আছে?

যারা বিশ্রামের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায়—
আমি তাদের মধ্যে নেই।
যারা মিথ্যার আবর্তে ক্রমাগত ভাসমান—
আমি তাদের মধ্যে নেই।
এমনকি যারা উর্বর শস্যভূমি মাড়িয়ে দাবড়িয়ে নিয়ে যায় লালসার ঘোড়া—
আমি তাদের মধ্যেও নেই।

www.pathagar.com

খ্যাতি কিংবা অখ্যাতির দোলাচলের রশিটাও ছুড়ে ফেলেছি দূরে।
দ্বিধার পোশাকে আবৃত হবার লজ্জা এবং লাঞ্ছনা
বয়ে বেড়াবার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।

তেপান্তর পার হয়ে আমি যাচ্ছি তোমার কাছে।
তুমি প্রশান্ত হও।
যদি সুযোগ পাই, সেলাই করে রেখে যাব
একটি নতুন নকসিদার পৃথিবী।
আমাদের আগত বংশধর যেন তিষ্ঠতে পারে অন্তত কয়েকটা শতক।

আমার যাত্রার কোনো বিশ্রাম নেই।

দশ দিগন্তের অন্তরেখায় লিখে দিয়েছি আমার নাম।
হে আগুনের জঠর! আমাকে আর কিসের ভয় দেখাও?

www.pathagar.com

আঁধারসঙ্গীত

এতো আঁধার, তবুও তোমাকে চেনা যায় অবিকল।
এইতো তোমার আঁচলে ঢেকে গেছে
বাংলাদেশের সকল লজ্জা।
উদ্বেলিত কপোতাক্ষ আর উদভ্রান্ত মাস্তুল।
তোমার প্রার্থনা—মেহগনি দাঁড়।
আর আমার প্রার্থনা—একটি গহনা নৌকা।
আজ আর কোনো বেদনার গান নয়।
আজ আর কোনো আলোকিত রাত নয়।
বরং দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হোক নিগূঢ় আঁধার।
আমরা স্বপ্নকে প্রলম্বিত করতে চাই।
কেনোনা স্বপ্ন এবং প্রেমের চেয়ে
এমন কী আর আছে অমর-অক্ষয়?

নিভে গেছে শিয়রের বাতি। যাক।
আজ রাতে বেদনার গান ছেড়ে
শুনবো কেবল ফেনায়িত নদীর
ছলাৎ ছলাৎ দাঁড়ভাঙ্গা তরঙ্গের শব্দ।
রাতভর গেয়ে যাও তুমি—
ফাতেমাতুজ্ জোহরা।....

www.pathagar.com

কাঁদো মন-ক্রন্দসী

কোনো উৎপীড়নই এখন আর আমাকে
বিচলিত করে না। কারণ এতদিনে জেনে গেছি
প্রতিটি বিষাক্ত সাপ— সে যত বড় সুন্দরই হোক না কেন
তার চকচকে ফণার ভেতর লুকিয়ে আছে
জীবনঘাতী বিষ।
বাতাসটা বয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে। যারা সাথী হবে বলে
একদা কসম খেয়েছিল, তারা দরিয়ার ডাক শুনেই
দরোজায় খিল এঁটে কেবল লাভ-লোকসানের হিসাব কষে
বিনিদ্র রজনী পার করে দিচ্ছে।
ছেঁড়া পালের ফুটো দিয়ে তাদের বৈষয়িক চেহারা
দেখার ক্লান্তিতেই আমার এখন যত অরুচি।
তবুও উজানে নাও বেয়ে যখন হৃদস্পন্দন বন্ধ হতে চায়
তখন অভ্যাসবশত জোরে হাঁক মারি...
পরক্ষণে চোখ মেলে দেখি উন্মাতাল ঢেউয়ের গায়ে
ঠেস দিয়ে নিজের হাতের কব্জি ধরে
নিজেই রক্ত চলাচল পরীক্ষা করছি।
দরিয়ার ওপারে কেউ যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।
কে কাঁদো অস্থির প্রহরে?
কান্নার স্বাধীনতা আর অফুরন্ত সময় কি তোমার আছে?
তাহলে কাঁদো, অন্তত আর একবার কাঁদো মন-ক্রন্দসী!

www.pathagar.com

বরফের পিঠে

ভবিষ্যৎ শুয়ে আছে জীবনের অপর পৃষ্ঠায়
বর্তমান পাক খায় সন্দেহের সিংহদ্বারে
আমি পড়ে আছি—
পড়ে আছি জেব্রাক্রসিং-এর মত নিয়তির বালুচরে।

গলার ওপরে ঝুলে আছে দণ্ডের করাত
পাঁজর মাড়িয়ে শামুকের মত হেঁটে যায় হিংস্র হাঙ্গর
কানে ভাসে বন্য শূকরের বীভৎস চিৎকার
তবুও ঝিঁঝিরা নূপুর বাজিয়ে হেসে খেলে গেয়ে যায়
বিরুদ্ধ সময়ে!

হাজার বছর আগে, যখন ছিলাম মহাশূন্যে ভাসমান
কিংবা বৈশাখী ঝড়ের মত পায়চারী করতাম
সময়ের বেলাভূমে

তখনো শুনেছিলাম তোমার তৃষ্ণার্ত ব্যাকুল রোদন।
তাহলে তুমিই কি সেই স্বপ্নোত্থিত ঝিঁঝিদের রানী?

বেতস পাতার মত ক্রমাগত দুলে যাচ্ছে মেঘের পালক
তুমিও দুলছো তৃষ্ণার দোলায়
তোমার চোখের গভীরে লুকিয়ে আছে প্রতীক্ষার নদী!
তবে এসো—
পর্বত টপকে আসার সাহস যদি থাকে, এসো–
এসো আগুনের সমতটে,
দেখ, আমার পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে বরফের পিঠে।

www.pathagar.com

খোয়াব

আজকাল আর খোয়াবেও ভাল কিছু দেখতে পাইনে।
কী যে দু:সময়!
যেন একটা পাথরখণ্ড সীলগালার মত আঁকড়ে রেখেছে
শতাব্দীর শেষ কটা প্রহর।

আজকাল প্রতিটি রাতেই ঘুম ভেঙে যায় দু:স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।
দেখি, একটি নেড়িকুত্তা—লোম নেই শরীরে তার,
লেজটাও খসে গেছে, বামপাশে দগদগে ক্ষত—
বসে আছে সময়ের সিংহদ্বারে।
আমাকে দেখেই নেড়িটা কেমন ভয়ংকর দানবীয় দাঁত বের করে
তেড়ে আসে ক্ষীপ্রগতিতে
আর আমি ঊর্ধশ্বাসে দৌড়ুতে গিয়ে আমার হাত থেকে
পড়ে যায় চাল ডাল এবং তরতাজা সবজির প্যাকেট।
ও কি জানে, ঐ প্যাকেটে রয়েছে আমার দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার
জীবন ধারণের ডানোর কৌটা!

লোম ওঠা নেড়ির দাপটে আমাকে দৌড়ুতে হয় ঊর্ধশ্বাসে।
আর আমার বাজারের প্যাকেটের ওপর দাঁড়িয়ে কেমন ঠ্যাং উঁচু করে
পেচ্ছাব করে দেয় কুত্তাটা।

প্রতিটি রাতে, খোয়াবের মধ্যে এভাবে দৌড়িয়ে
আমি এখন ক্লান্ত।

আজকাল আর একটুও ঘুমুতে পারিনে।
চোখ বন্ধ করলেই দেখি—
হিংস্র দাঁত বের করে তেড়ে আসছে সেই কুত্তাটা।
তেড়ে আসছে তার পিছে পিছে একপাল দাঁতাল শুয়োর।
আর আমি ওদের ভয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পার হচ্ছি
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল।
কিন্তু আর কত দৌড়াবো? কোথায় যাব?
সামনেই সীমানার দেয়াল

আমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।
কেনই বা যাব?
এই আবাসটুকু যে আমার দশপুরুষের বাস্তুভিটা!

www.pathagar.com

না! কোথাও যাব না আমি,
এমনকি দৌড়াবো না আর এতটুকু।
আমি এখন সীমানার পিলারে পিঠ ঠেকিয়ে
ঘুরে দাঁড়িয়েছি এক হিংস্র প্রতিপক্ষের মুখোমুখি।

কী যে দু:সময়!
আজকাল আর খোয়াবেও ভাল কিছু দেখতে পাইনে।

www.pathagar.com

রক্তভেজা হাতের বদল

কী আর বদল হবে! দৃশ্যপট অবিকল তাই।—
যেমনটি ছিল বিশ শতকে : সূর্য দিন রাত—
অবিরাম হানাহানি, সংঘর্ষ আর রক্তপাত
সাতভূতে ভাগাভাগি, অবশেষে পাথরের ঘাই।

কী আর বদল হবে! হতে পারে হাতের বদল।—
ম্যাজিকও রয়ে যাবে, রয়ে যাবে রুমালের খেলা
যথারীতি লাল হবে রাজপথ, ঢেউয়ের মেলা।—
হতে পারে যুদ্ধের কৌশল আর রিমোট বদল।

কী আর বদল হবে! রয়ে যাবে পশুর স্বভাব—
অনাহুত খরতাপে মাটি হবে কেবলি চৌচির
স্বপ্নভাসা চোখগুলো পূর্ববৎ হয়ে যাবে থির,
পতাকা খামচে ধরে কেঁদে যাবে পুরনো অভাব।

কী আর বদল হবে! থেকে যাবে আগের আদল
একুশ শতক! সেতো রক্তভেজা হাতের বদল।
১.১.২০০১

www.pathagar.com

লজ্জার আলো

আমার সম্মুখে কেবল নিঝুম কবরভূমি।
থুতনির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে হিরন্ময় অন্ধকার।
মৃত্যুকে পেছনে ফেলে তবু ক্রমাগত ছুটে যাচ্ছি
ধাবমান বাতাসের মত।

এমনই দু:সময়!
পৃথিবীর কোনো গোলার্ধই এখন আর আমার জন্য
সহনীয় নয়।
অথচ কত সহজ ভঙ্গিতে হাঁটছে মানুষ।
এমন কি তারাও—
শত চেষ্টাতেও বাজে না যাদের প্রাচীন জাদুর দণ্ড।
বারুদহীন কার্তুজকে তপ্ত স্টেনগান ভেবে
পুরনো অভ্যাসে আড়মোড়া ভাঙ্গছে উর্ধমুণ্ড!
আর প্রৌঢ়া গণিকার মত প্রার্থনা করছে কিছু নাগরিক সহানুভূতি।

পেছন থেকে কে যেন গেয়ে উঠলো হেঁড়ে গলায়:
'যারাই ছিল চতুর নাইয়া
তারাই গেল বাইয়া.....'
গানটি শোনার পর আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হবার আগেই
আমার সম্মুখে জ্বলে উঠলো
এক ফালি লজ্জার আলো।

www.pathagar.com

প্রণয়ের হাঁস

বয়স বেড়েছে মিশোরী মমির চেয়ে
কত কী যে ঘটে গেছে মধ্যাঙ্গ জমিনে!
হাজার বছর ধরে এই উপকূল
জ্বলে পুড়ে খাক—নিদারুণ সূর্যদাহে।

শস্যহীন ক্ষেত এখন ক্লান্তির ভার।
জরাগ্রস্ত ঘরবাড়ি, শোকের পাতিল—
পুরনো তৈজস ঘিরে প্রাচীন রোদন।—
এসব পেছনে রেখে হঠাৎ কখনো
সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায় ধূসর অতীত।
থেকে থেকে ভেসে ওঠে দ্রাবিড় সময়।...

পথ চলে যায় দ্রুত—পথের গভীরে
অবগাহনের দিকে। তবুও ওপাশে—
সময়ের কাকশীর্ষে প্রণয়ের হাঁস
ক্রমাগত ভেঙ্গে যায় বঙ্গেয় বাতাস ॥

www.pathagar.com

এপিটাফ

যখন কিছু সময় ছিলো
ফেরার ছিলো দারুণ তাড়া
তখন তুমি মুখ ফেরালে
করলে কী যে ছন্নছাড়া!
ভয় কি তাতে হায় পিশাচী
কষ্টগুলো নষ্ট ভোর,
তাই বলে কি বন্ধ হবে
সূর্য ওঠার সকল দোর?
প্রেমের ছলে খুব খেলেছো
ঘর ভেঙেছো নেইতো শোক,
জীবনটা যে জ্বলেই গেছে
আর কী আছে কষ্টভোগ?
ছুটছো তুমি ছুটতে থাকো
শেষটা আমি দেখতে চাই
হায় ডাকিনী তোমার জন্য
ঝাঁপ দেবো না সাগর বায়।
এখন বলো: কাল কাটে না
পাথর যেন সময়গুলো
চোখের পরে উড়ছে সদা
বিষাদ ভরা মরণ তুলো।
যতই ডাকো হাত বাড়িয়ে
যতই ফেলো চোখের জল
ফল কি তাতে? কাজ হবে না
যতই নাড়ো যাদুর কল।
তোমার খেলা শেষ হয়েছে
এবার হলো আমার কাল
শোধ নেবো কি বৈঠা বেয়ে
ছিঁড়বো নাকি নায়ের পাল?
ওসব খেলা ভাল্ লাগে না
খুব খেলেছি জীবন ভর,
এখন আমি ভিন্ন গাঁয়ে
ঘর বেঁধেছি হাওয়ার পর।

www.pathagar.com

শীতের দরোজা

এই যে মধ্যরাতে ঘুমটি ভেঙে গেল
সে কেবল তোমারই জন্য।
তুমি যদি অমন করে না ডাকতে স্বপ্নে, সঙ্গোপনে
তাহলে বলো, আমিও কি দেখতে পেতাম
আবছা কুয়াশাচ্ছন্ন এমন ঈষদোষ্ণ কপোতাক্ষ?

জানালার পর্দাটা আর একটু সরিয়ে দাও।
আরও ভাল করে দেখে নিই অদূর-সুদূর তেপান্তর।
ওপাশে কি আছে? ওই কিনারে? তোমার পেছনে?

ওই যে পাখিটা উড়ে গেল
সে কি বয়ে নিয়ে গেল আমাদের যাবতীয় ভবিষ্যৎ?
কোনো অশুভ ঝুলে নেই তো তার চঞ্চুতে?—

এসব প্রশ্নই বড় বেশি অলীক এখন।
তার চেয়ে এই ভাল—
এসো শীতের দরোজা খুলে অবগাহন করি
বর্তমানের বনেদি কুয়ায়।
দেখ, কবুতরের হাল্কা পালকের মত কেমন শাদা শাদা
শিশিরের কুঁচি ছড়িয়ে আছে চারপাশ।

এসো, আমরা এখন নির্মাণ করি একটি সেতু, আগামীর জন্য।
দুই শতকের ঠিক মাঝখানে,
চুলের সিঁথির মত যেখান থেকে চলে গেছে দুদিকে মহাকাল।
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তুমি আর আমি, মুখোমুখি—
শীতের দরোজা খুলে
এই মধ্যরাতে।

www.pathagar.com

ডামি

এটা হল সূচিপত্রহীন এক জীবনের ডামি।—
চব্বিশ পয়েন্টে স্বপ্নহীন হেডিং
আঠার পয়েন্টে তাবৎ দীর্ঘশ্বাস
আর সাবহেডিংগুলো বেদনার,
চোদ্দ পয়েন্টে।
ডামিটা নির্ভুল হল কি?
ও, হ্যা। এইখানে—
বিধ্বস্ত এই মানচিত্রের মাঝখানে স্কেচ হবে—
অগণিত কঙ্কাল আর তার চারপাশে
ধূর্ত শিয়াল ও শকুনের নিখুঁত স্কেচ।

স্কেচটা কে করবেন?
জয়নুল হলে ভালই হত।
সুলতানের আঁকা সুঠাম দেহের মানুষ
এই উপমহাদেশে কোথায় পাব?

ডামিটা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল।
একপাশে জীবন
অন্য পাশে ডামি
মাঝখানে উল্টে যাওয়া ট্রেনের বগির মত
আমি এক মানুষ বটে!

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা